কলিকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিটের এখতিয়ার আপিল বিভাগ

উপস্থিতিঃ মাননীয় বিচারপতি শম্পা সরকার

২০২২ সালের ডব্লিউপিএ নং ২৬১৩৮

জোড়াগাছি লোহাদহ ফেরিঘাট যাত্রী ও নৌ পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড ও অন্যরা

বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যরা

আবেদনকারীদের জন্যঃ শ্রী অভ্রতোষ মজুমদার, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, শ্রী সামিম আহমেদ, শ্রীমতী সালোনি ভট্টাচার্য,
শ্রীমতি গুলসানোয়ারা পারভিন।
রাজ্য-ভিত্তিক উত্তরদাতাদের জন্যঃশ্রী রাজা সাহা, শ্রী এস পি লাহিড়ী,
প্রতিবাদী নং-৫ এর জন্যঃ শ্রী প্রতীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়,
শুনানির শেষ তারিখ ০৩. ০১. ২০২৩।রায় এর তারিখঃ ১৮.০১.২০২৩
শম্পা সরকার, বিচারপতি :

১। আবেদনকারী নং-১ হল পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ২০০৬-এর আওতায় নথিভুক্ত একটি সমবায় সমিতি।২ নং আবেদনকারী হলেন ১ নং আবেদনকারীর সচিব। সমবায় সমিতির সদস্যরা হলেন স্থানীয় মাঝি বা বংশগত পাটনি। আবেদনকারীকে ২০২১-এর ডিসেম্বরের সময় সমবায় সমিতি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়।আবেদনকারীরা আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ম্যানুয়াল, ১৯৯১ (এখানে 'কথিত ম্যানুয়াল' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ২৮১ অনুচ্ছেদের (iii) উপ-অনুচ্ছেদের সাপেক্ষে লোহাদহ ফেরিঘাট তাদের পক্ষে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।ভারতপুর-১ ব্লকের একমাত্র নাবিক সমবায় সমিতি হিসাবে অধিকারি আবেদনকারী নং ১-কে কোনও প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহণ না করেই ফেরিঘাটের বন্দোবস্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছিল।

২. শ্রী মজুমদারের মতে, আবেদনকারীর দাবি উক্ত ম্যানুয়েলের ২৮১ (iii) অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে ছিল।বিজ্ঞ আইনজীবীরা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে এই ম্যানুয়ালটি একটি বিশেষ আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (এখানে 'কথিত আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর বিধানগুলির চেয়ে

অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ র একটি ব্যতিক্রম স্থানীয় মাঝি/বংশানুক্রমিক প্যাটনিদের অবস্থার উন্নতির জন্য বাতিল করা হয়েছিল যারা সাধারণত তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের সদস্য ছিল।এই ধরনের শ্রেণী তৈরি করা হয়েছিল এবং ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (৪) এর বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে একটি যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল।পশ্চিমবঙ্গ সরকার তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য একটি সুরক্ষা বলয় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছে, যারা নাবিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে।

৩. উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সমবায় সমিতির সদস্যরা ফেরিঘাট পরিচালনায় ইজারা হোল্ডারদের সহায়তা করছেন।২০২২ সালের ২২শে আগস্ট এবং ২০২২এর ৭ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আবেদনকারীরা ফেরি ঘাটের বন্দোবস্ত সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালের ৯ নভেম্বর এই ধরণের প্রস্তাব পেশ করা হয়।

এই ধরনের আবেদন সত্ত্বেও আবেদনকারীদের কাছে ফেরিঘাটের কাজ হস্তান্তর করা হয়নি এবং তাদের কাছে খবর এসেছে যে গ্রাম পঞ্চায়েত এই উদ্দেশ্যে একটি প্রকাশ্য নিলাম ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৪. আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব ২০২২ সালের ১২ই নভেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই বৈঠকের প্রস্তাব দেন।এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল সংশ্লিষ্ট ফেরিঘাটগুলির নিলামের জন্য নিয়মাবলী ও শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা ও নিষ্পত্তি করা।পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে এই রিট পিটিশন দাখিল করা হয়।

৫. শ্রী মজুমদার উক্ত ম্যানুয়েলের ২৮১ (১) অনুচ্ছেদের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল ফেরি আইনের আওতায় যেসব ফেরিগুলিকে পাবলিক ফেরি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি কমিশনারের নির্দেশ সাপেক্ষে কেবলমাত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ গণপূর্ত বিভাগের (পিডব্লিউডি) হাতে থাকবে।হাতে থাকা ফেরি সহ অন্যান্য সমস্ত অর্পিত বা খাসমহল ফেরিগুলি উল্লিখিত ম্যানুয়ালটির 281 অনুচ্ছেদের উপ অনুচ্ছেদ (ii) থেকে (viii) সাপেক্ষে হবে।

৬. ২৮১ অনুচ্ছেদের (ii) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বন্দোবস্ত কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে কমপক্ষে তিন মাসের আগে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে জেলা ভূমি

ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে ফেরি বন্দোবস্ত করতে হবে।এই ম্যানুয়েলের ২৬৬এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমবায় সমিতি বা অংশীদারিত্ব সংস্থাগুলির মধ্যে প্রকাশ্য নিলাম সীমিত রাখতে হবে।

৭. শ্রী মজুমদারের মতে, উক্ত ম্যানুয়েলের ২৮১ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (iii) অনুচ্ছেদের ২৮১ (ii) এ বর্ণিত সাধারণ পদ্ধতির ব্যতিক্রম ছিল, যার মাধ্যমে স্থানীয় নাবিকদের সমবায় সমিতি অথবা স্থানীয় নাবিকদের অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পাটনিদের দ্বারা গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থাগুলিকে এই ধরনের ফেরি বন্দোবস্ত করতে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো।

যদি ঐ এলাকায় এ ধরনের একটিমাত্র সমবায় সমিতি বা অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পাটনি থেকে থাকে, তা হলে ঐ এলাকার নাবিকদের সমবায় সমিতি বা অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পাটনির সঙ্গে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক খাজনার ভিত্তিতে বন্দোবস্ত করতে হবে, যা পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় আয়ের ২৫% হবে।এক্ষেত্রে টেন্ডার ডাকা যাবে না।

৮. সুতরাং, শ্রী মজুমদার আবেদন করেন যে আবেদনকারী নং ১, একমাত্র বিদ্যমান মাঝিদের সমবায় সমিতি, যার সদস্যরা স্থানীয় মাঝি বা বংশানুক্রমিক পাটনি, কালেক্টর দ্বারা নির্ধারিত এবং উক্ত ম্যানুয়েলের ২৮১ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (iii) অনুসারে গণনা করা অর্থনৈতিক ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে ফেরি ঘাটের বন্দোবস্ত করা উচিত।শ্রী মজুমদার সন্তোষ প্রকাশ করেন যে একমাত্র আবেদনকারী নং-১ যদি উক্ত উপ-অনুচ্ছেদ (iii) অনুযায়ী কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক ভাড়া দিতে সক্ষম না হন, তবে উক্ত ম্যানুয়েলের অনুচ্ছেদ ২৬৬এ অনুযায়ী প্রকাশ্য নিলাম আয়োজনের প্রশ্ন উঠবে।যেহেতু লোহাদহ ফেরিটি বেঙ্গল ফেরি অ্যাক্ট, 1885-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনও পাবলিক ফেরি ছিল না, তবে অর্পিত এবং খাসমহল ফেরির শ্রেণিতে একটি ব্যক্তিগত ফেরি ছিল, তাই ফেরি পরিষেবার নিষ্পত্তি 1 নং আবেদনকারীর পক্ষে করা উচিত।

৯. এই আইনের ৩৩, ৪২, ১১০ এবং ১৫৫ ধারার কথা উল্লেখ করে শ্রী মজুমদার বলেন, যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতকে সমস্ত সম্পত্তি, ফেরি পরিচালনা এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত কাজকর্ম ও কর্তব্য পালনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তবে আইনের এই বিধানগুলি অবশ্যই উক্ত ম্যানুয়েলের অনুচ্ছেদ ২৮১ (iii) এবং ২৬৬ (এ) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পড়তে হবে।

উল্লিখিত ম্যানুয়ালটির প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের সাথে উল্লিখিত আইনের উল্লিখিত বিধানগুলির একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পঠন শুধুমাত্র এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে যে

পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে, একটি পাবলিক নিলাম করার আগে উক্ত ম্যানুয়ালটির অনুচ্ছেদ 281 (iii) মেনে চলতে হবে। এবং আবেদনকারী নং 1 এর পক্ষে ফেরি নিষ্পত্তি করতে হবে।এই আইনের সঙ্গে পঠিত এই ম্যানুয়ালের অন্যান্য ধারাগুলির কোনও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল না।যদি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষগুলিকে অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাগুলিকে প্রকাশ্য নিলামে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে উক্ত সংবিধিবদ্ধে অনুচ্ছেদ ২৮১ (iii) সারগ্রন্থে একটি মৃত চিঠি হিসাবে থেকে যাবে।আইনসভার উদ্দেশ্য ছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে অগ্রসর করা এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা।এই ম্যানুয়ালের একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাদও ছিল এবং পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে তা মেনে চলতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনজীবী শ্রী লাহিড়ী জানিয়েছেন, এই সংবিধিবদ্ধে ২৬৬ অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ফেরি পরিচালনার দায়িত্ব পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।বিধি ২৬৬ এ উল্লিখিত সংবিধিবদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যা সরবরাহ করেছিল যে ফেরিগুলি স্থানীয় স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী, সমবায় সমিতি বা অংশীদারি সংস্থাগুলির মধ্যে জনসাধারণের নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা উচিত, যার কমপক্ষে ২/৩ সদস্য দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলি থেকে রয়েছে।উক্ত ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের নীতি হল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের ঘোষিত নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

৬ ১১. শ্রী লাহিড়ী বলেন, নিলামের প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা যদি তিন শতাংশের কম থাকে অথবা সর্বোচ্চ প্রস্তাব গৃহীত মূল্যের তুলনায় কম থাকে, তা হলে নিলামের জন্য দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে, যেখানে পৃথক উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে।সুতরাং, আইনজীবী অনুরোধ করেছিলেন যে এই মামলায় যেহেতু আবেদনকারী নিঃসন্দেহে একমাত্র নৌকা চালকদের সমবায় সমিতি এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের তিনজনের অভাব হবে, এমনকি উক্ত সংবিধিবদ্ধ অনুসারে, কর্তৃপক্ষ একটি প্রকাশ্য নিলাম করার এবং পৃথক উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার অধিকার রাখে।কর্তৃপক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।তিনি নবদ্বীপ জলপথ পরিবহন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য. (২০১৮) ১ সিএলজে ৬১২ এবং কাউসার আলী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য.

ডব্লিউপিএ ৭৮৯৯ এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জানান যে 2016 এর পর থেকে, সংশ্লিষ্ট ফেরিগুলি জনসাধারণের নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং বর্তমান বছরে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি যা উক্ত সংবিধিবদ্ধের 281 (iii) অনুচ্ছেদে কার্যকর হবে।তিনি আরও বলেন যে সংবিধিবদ্ধ বলে যে স্থানীয় সমবায় সমিতি এবং বংশগত পাটনিদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, তবে কোনও নৌকার মাঝি সমবায় সমিতির পক্ষে ফেরিগুলির বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তি বাধ্যতামূলক করেনি।

১৩. পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী চ্যাটার্জী বলেন, ১৯৯২ সালে ভারতের সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে ফেরিঘাট ও ফেরিঘাট ফেরি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আইনজীবী দাখিল করেছেন যে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোগতকরণ এবং স্থানীয় স্ব-সরকারের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য সক্ষম করা, ভারতের সংবিধানের ।X অংশের অধীনে সাংবিধানিক আদেশ।সংবিধানের ২৪৩-জি (বি) ধারার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিশিষ্ট আইনজীবী বলেন, একাদশ তপশিলের বিষয়গুলি বিবেচনা করে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত।বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট উপরোক্ত তফসিলের ১৩ নম্বর এন্ট্রির কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে ফেরি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়।

১৪. বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, যেসমস্ত ফেরির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত বা ন্যস্ত করা হয়নি, শুধুমাত্র সেগুলিই উক্ত ম্যানুয়েলের ২৮১ (iii) অনুচ্ছেদের দ্বারা পরিচালিত হবে।পঞ্চায়েত আইন যেহেতু একটি বিশেষ আইন, তাই এই ম্যানুয়ালের ওপর তার প্রভাব পড়বে।বিজ্ঞ আইনজীবী এই আইনের ২০, ২১ (এম), ২৫, ৪২ (বি) এবং ৪৭ (ই) ধারার কথা উল্লেখ করেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতে, গ্রাম পঞ্চায়েতে হস্তান্তরিত সমস্ত ফেরির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা উক্ত আইনের উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী হবে ।এই ফেরিঘাটের ব্যবস্থাপনার উপর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল, যার মধ্যে জনসাধারণের নিলামের মাধ্যমে বন্দোবস্ত করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৫. শ্রী লাহিড়ী এবং শ্রী চ্যাটার্জী উভয়েই আইনজীবী আবেদন করেন যে ফেরি ঘাটের ইজারা শুধুমাত্র জনসাধারণের নিলামের মাধ্যমে দেওয়া উচিত।গ্রাম

পঞ্চায়েতের কাছে থাকা সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি জনসমক্ষে নিলামের মাধ্যমে বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব সর্বোচ্চ করা এবং পঞ্চায়েতগুলির সর্বাধিক স্বার্থ রক্ষা করা।

সরকারি নিলামগুলিই ছিল একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা যেতে পারে কারণ বেসরকারী সংস্থাগুলি বেশি পরিমাণ অর্থ উদ্‌ধৃত করতে পারে।

১৬. এই রিট আবেদনে যে প্রশ্নগুলি বিবেচনার জন্য বিবেচিত হয়েছিল সেগুলি হল, উক্ত ম্যানুয়েলের ২৮১ (iii) অনুচ্ছেদের পঞ্চায়েত আইনের বিধানাবলীর উপর বাতিল হবার প্রভাব পড়বে কিনা এবং লোহাদহ ফেরিঘাটটি কোনও প্রকাশ্য নিলাম ছাড়াই আবেদনকারী নং ১-এর পক্ষে নিষ্পত্তি করা উচিত কিনা।

১৭. এই ম্যানুয়ালে ভূমি এবং ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে আধিকারিক এবং কর্মীদের অনুসরণীয় নীতি এবং পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে।এতে সরকারি জমির ব্যবস্থাপনা, ব্যবহার ও বন্দোবস্ত সম্পর্কিত সরকারি নীতি এবং শরিয়তি স্বার্থ হস্তান্তরের বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৮।এই ম্যানুয়ালে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং তার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ রয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ একটি সামাজিক আইন, যা ভূমিহীনদের বসতি স্থাপন এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছিল।এর লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো, জমিদারির বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত জমির যথাযথ ও ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।এই ম্যানুয়ালটি একটি নির্দেশিকা বা কার্যপ্রণালীর একটি হাত বই (হ্যান্ডবুক) হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

.১৯। ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এই আইন বা বিধির আওতায় প্রণীত কোন বিধান ক্ষুন্ন না করে এই ম্যানুয়ালটি কার্যকর হবে এবং ম্যানুয়ালের কোনও কিছুই এই জাতীয় আইন বা বিধির কোনও বিধানের কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ বা হ্রাস করে বলে মনে করা হবে না।

২০।সুতরাং, এই ম্যানুয়ালটি সরকারের হাতে ন্যস্ত জমির ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের পরিচালনার এবং একটি কার্যপ্রণালীর হ্যান্ডবুক পশ্চিমবঙ্গে যে ভূমি সংস্কার আনা হয়েছে, তা সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ভূমি ব্যবস্থাপনার নীতি অনুসরণ করতে হবে।১৯৯২ সালে ভারতের

সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ এবং পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।পঞ্চায়েতগুলির গঠন, ক্ষমতা এবং ও কাজকর্ম সম্পর্কিত নবম খন্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভারতের সংবিধানে সংশোধন করা হয়।সংবিধানের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।সংবিধানের ২৪৩-জি (বি) অনুচ্ছেদে পঞ্চায়েতগুলিকে একাদশ তফশিলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।একাদশ তফসিলের ১৩ নম্বর প্রবেশপত্রে ফেরিঘাট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।২০১৫ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংশ্লিষ্ট ফেরিঘাট নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষমতা এবং হস্তান্তর করা হয়।এই ফেরিঘাটের বন্দোবস্ত যে ২০১৬ সাল থেকে করা হয়ে আসছে, তা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই।তবে, মিঃ মজুমদার বলেন যে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছিল এবং বর্তমান মেয়াদ থেকে টেন্ডার আহ্বান না করেই ১ নং আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

২১,যদিও পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব অনেক দিন ধরেই ছিল, তবুও দেখা গেছে যে, নিয়মিত নির্বাচনের অনুপস্থিতি, দীর্ঘমেয়াদী অতিক্রান্ত, দুর্বলতর শ্রেণীর অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতা হস্তান্তরের অপর্যাপ্ততা এবং আর্থিক সম্পদের অভাবে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকর ও সংবেদনশীল সরকারি সংস্থাগুলির মর্যাদা ও মান অর্জন করতে পারেনি।

৭৩তম সংশোধনী আইন, ১৯৯২-র সঙ্গে যুক্ত ৭২তম সংশোধনী বিল, ১৯৯১-এর উদ্দেশ্য ও কারণগুলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ৪০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ঘাটতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু মৌলিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।সেই অনুযায়ী, সংবিধানে পঞ্চায়েত সংক্রান্ত একটি নতুন অংশ যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।রাজ্য নীতির নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কিত ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪০-এর বিধানগুলি ৭৩ তম সংশোধনী আইন, ১৯৯২ জারি করে এবং উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল।অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সামাজিক ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর এই সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল।সেই অনুসারে, ভারতের সংবিধান

সংশোধন করে নবম ভাগ চালু করা হয়।সংবিধানের ২৪৩-জি অনুচ্ছেদে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা এবং ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন.

(খ) একাদশ তফসিলে তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ সমেত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যেগুলি তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করা যাইতে পারে সেগুলির রূপায়ণ.

২২. সংশ্লিষ্ট ফেরিঘাটের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল, এবং নিয়ে কোনও সন্দেহ বা বিতর্ক নেই।

ভারতের সংবিধানের ২৪৩-জি অনুচ্ছেদের সঙ্গে ১১ তপসিল এর আওতায় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।এই আইনের ২০, ২১ (এম), ২৫, ৪২ (বি) এবং ৪৭ (ix) ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস, অডিট এবং বাজেট) বিধিমালা, ২০০৭-এর ১৩ ধারায় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে ফেরিঘাট স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা, টোল সংগ্রহ এবং তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।এই ধারাগুলি সাংবিধানিক আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।এই ম্যানুয়ালটি একটি পদ্ধতিগত হ্যান্ডবুক বা গাইড হওয়ায় এই ধরনের বিধানের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না।এই ম্যানুয়েলের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদেও একই কথা বলা হয়েছে যে কোন ক্ষেত্রেই প্রকাশ্য নিলাম আয়োজনের উদ্দেশ্য হল রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করা।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সচিব, অর্থ দপ্তর, অডিট শাখা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, অর্থ দপ্তর, অডিট শাখার পক্ষ থেকে জারি করা ২০১৪'র ১১ই জুন তারিখের ৩০৬০-এফ (ওয়াই) মেমো নম্বর এবং ২০২২'র ২৭শে জুলাই তারিখের ৩১০৩ এফ (ওয়াই) মেমো নম্বর অনুযায়ী এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।রাজ্যের স্থাবর সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে কোন ক্ষতি না হয়। রাজস্বের সর্বোচ্চ সীমা বজায় রাখাই তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।এই ম্যানুয়েলের ২৬৬এ অনুচ্ছেদে এমন পরিস্থিতিও রয়েছে, যার আওতায় ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের জন্য সর্বজনীন নিলাম উন্মুক্ত করা যেতে পারে এবং তা কেবল নাবিকদের সমবায় সমিতি বা অংশীদারিত্ব সংস্থাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।২০১৬ সালে ম্যানুয়েলের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ ২৬৬-এ সংশোধন করে সরকারের এই ধরনের নীতি চালু করা হয়েছিল।নিলামে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যদি নিলামে তিন জনের কম দরদাতা থাকেন।সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে পঠিত এই আইনের ২০

নম্বর ধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর অর্পিত ক্ষমতা এই ম্যানুয়ালে খর্ব করা যাবে না।

২৩।পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ২০ নম্বর ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তান্তরিত দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।রাজ্য সরকারের কিছু দায়িত্ব পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।ক্ষমতার অপব্যবহার এবং/অথবা কার্যসম্পাদনে ব্যর্থতা রোধ করার জন্য বিধিগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

২৪।এই ধরনের হস্তান্তরিত দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে এমন কাজকর্মের সম্পাদন যা রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতগুলির কাছে হস্তান্তর করতে পারে বা সময়ে সময়ে তাদের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে এই শর্ত সাপেক্ষে যে, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এই ধরনের ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে পারে।২১ নং ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে ফেরিঘাট স্থাপন এবং ফেরি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত।ধারা ২২ এর অধীনে রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে তহবিল রাখতে বাধ্য যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে অর্পিত কার্যগুলি সুচারুভাবে সম্পাদন করা যায়।পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ২০০৬-এর আওতায় এই আইনটি আনা হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ২০০৬-এর মাধ্যমে ১৯৭৩-এর প্রধান আইনের শিরোনাম নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হয়েছেঃ

“পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতগুলিকে পুনর্গঠিত, শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার জন্য একটি আইন যাতে তারা স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসাবে কাজ করতে পারে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করতে পারে এবং জনগণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করতে পারে।“

২৫।এই সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্ম সংগঠিত, সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করার জন্য এবং তাদেরকে স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসাবে কাজ করতে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে সক্ষম করার জন্য একটি আইন।

৭৩তম সংশোধনীর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে ২০০৬ সালে এই আইনটি সংশোধন করা হয় এবং পূর্বের বিধানগুলিতে সংশোধন করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হস্তান্তরিত কর্তব্য এবং পঞ্চায়েতগুলির নিয়ন্ত্রক কর্তব্য সম্পর্কিত ধারা ২০ এবং ২১ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।তাই, সংবিধান সংশোধন ও নবম

ভাগ অন্তর্ভুক্তির পর এবং ২০০৬-এর সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ১৯৭৩-এর উক্ত আইনের ২০ ও ২১ ধারা সংশোধনের পর, পঞ্চায়েতগুলিকে ফেরিঘাটগুলির স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।এই ম্যানুয়েলের কোনও আবেদন থাকবে না এবং পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষগুলি এই ম্যানুয়েলের ২৮১ (iii) অনুচ্ছেদের শর্তাবলী মেনে চলবে না।এই প্রসঙ্গে সরকারের ব্যাখ্যা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষগুলিকে আইন ও বিধির চার কোণার মধ্যে থেকে এবং আইন অনুযায়ী কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের পক্ষে।

২৬. সংবিধানের নবম খন্ডটি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চায়েতি রাজকে স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট হিসাবে কাজ করতে সক্ষম করা এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পঞ্চায়েত আইন এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে স্বাধীনভাবে এবং বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে।উল্লিখিত ম্যানুয়াল যা শুধুমাত্র জমি এবং সংস্কার প্রশাসনের পদ্ধতির একটি হাতের বই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে না।ফেরিঘাট বন্দোবস্ত মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার অধিকার নেই।

২৭. দি গোয়া ফাউন্ডেশন বনাম মেসার্স সেসা স্টারলাইট লিমিটেড অ্যান্ড অন্যান্য [স্পেশাল লিভ টু আপীল (সিভিল) নং ৩২১৩৮ অফ ২০১৫]-এর মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, নিলামের পদ্ধতি গ্রহণ করা রাজ্য সরকারের কর্তব্য যাতে সমস্ত যোগ্য ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

প্রাকৃতিক সম্পদকে বড় আকারে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং রাজস্ব আয়ের মাধ্যমে অথবা অভিন্ন পণ্য বা উভয়ের সাব-সার্ভিসের মাধ্যমে পারস্পরিক বিবেচনা থাকতে হবে।রাজস্ব রিটার্ন সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যগুলিকে উদ্যোগী হতে হবে।

২৮। সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, যা (২০১২) ৩ এসসিসি ১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত রায় দিয়েছেঃ

"৯৫।এই আদালত বার বার বলেছে যে, যেখানেই চুক্তি করতে হবে বা লাইসেন্স দিতে হবে, সেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নির্বাচন করার জন্য স্বচ্ছ এবং ন্যায্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যাতে সমস্ত যোগ্য ব্যক্তি প্রতিযোগিতার ন্যায্য সুযোগ পান।অন্যভাবে বলতে গেলে, রাষ্ট্র এবং তার এজেন্সিগুলিকে সর্বদা

সরকারি সম্পত্তি নিষ্পত্তির জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং যোগ্য আবেদনকারীদের দাবি নাকচ করার কোনও প্রচেষ্টা করা উচিত নয়।স্পেকট্রাম ইত্যাদির মতো অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদগুলির বিচ্ছিন্নর বিষয়টি যখন আসে তখন বিতরণের জন্য বৈষম্যহীন পদ্ধতি গ্রহণ করা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যার ফলে জাতীয়/জনস্বার্থ রক্ষা করা আবশ্যক।

৯৬।'আমাদের দৃষ্টিতে, সুষ্ঠুভাবে ও নিরপেক্ষভাবে নিলাম করা এই বোঝা মোকাবেলায় সম্ভবত সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ/সরকারি সম্পত্তি অন্যত্র সরিয়ে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হলে প্রথমে আসা-প্রথমে পরিবেশন করার মতো পদ্ধতিগুলি অসাধু লোকেরা অপব্যবহার করতে পারে, যারা কেবল সর্বাধিক আর্থিক সুবিধা অর্জনে আগ্রহী এবং সাংবিধানিক নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে না।

অর্থাৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ হস্তান্তর বা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সময় রাজ্যগুলির কর্তব্য হ'ল নিলামের পদ্ধতি গ্রহণ করা, যাতে সমস্ত যোগ্য ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন।

২৯.নবদ্বীপ (সুপ্রা) এবং কৌসর আলি (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে মিঃ লাহিড়ী যে সিদ্ধান্তগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন সেগুলির মোকাবিলা করার প্রয়োজন নেই কারণ এই সিদ্ধান্তগুলি মজুমদারের উত্থাপিত নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয় নি, যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর উপর অনুচ্ছেদ ২৮১ (iii)-র কোনও প্রভাব পড়বে কিনা।

.৩০।এই নির্দেশিকাটি পঞ্চায়েতগুলির জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য নয়।এই ম্যানুয়েলের ২৮১ (iii) অনুচ্ছেদে উত্তরাধিকার সূত্রে পাটোনিদের যে ছাড় দেওয়া হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।এই বিলে বলা হয়েছে যে, ফেরিঘাটগুলির বন্দোবস্ত একমাত্র সমবায় সমিতি বা অংশীদারিত্ব সংস্থাকে টেন্ডার ছাড়াই করতে হবে, পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় নীট আয়ের ২৫ শতাংশের ভিত্তিতে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক খাজনার ভিত্তিতে।এই ধারাটি থেকেই বোঝা যায় যে একমাত্র সমবায় সমিতি বা অংশীদারিত্বের সংস্থা দ্বারা প্রদেয় আর্থিক ভাড়া নির্ধারণের কর্তৃত্ব কালেক্টরের হাতে থাকবে এবং পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কোনও ভূমিকা থাকবে না।শ্রী মাজুমদারের এই যুক্তি যদি মেনে নেওয়া হয়, তা হলে ভারতের সংবিধানের নবম খন্ড এবং ঐ আইনের যে ধারাগুলি রয়েছে, সেগুলির মধ্যে ফেরি চলাচলের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত বা হস্তান্তরিত হওয়ার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন হয়ে পড়বে।

৩১. ২০১৫-র ১৭ জুলাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে লোহাদহ ফেরিঘাটের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে হস্তান্তর করা হয়।সেই থেকে, কোভিড-১৯ এর সময় পর্যন্ত কিছু সম্প্রসারণ সহ সংশ্লিষ্ট ফেরিঘাটগুলির বন্দোবস্ত করার জন্য প্রতি বছর বেশ কয়েকটি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশ্য নিলাম আয়োজনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোনও বেআইনি কার্যকলাপ নেই।

৩২. উল্লেখ করা যেতে পারে, নিলামের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হলেও চুক্তি রূপায়ণের কাজ এখনও শেষ হয়নি।কোনও রকম হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।রিট আবেদনে প্রার্থনার অনুমতি দেওয়া যাবে না।পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষগুলি নিলাম প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আইন অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে স্বাধীন।

৩৩. যেহেতু বকেয়া মামলার কারণে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে এবং অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করা হয়েছে, তাই সফল দরদাতার সঙ্গে চুক্তি কার্যকর করার সময়সীমা ২০২৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

৩৪। রিট পিটিশন খারিজ করা হয়।

৩৫. তবে, খরচের বিষয়ে কোন নির্দেশ থাকবে না।

৩৬. এই আদেশের সার্ভার কপি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(শম্পা সরকার, জে)

পরে:

আবেদনকারীর আইনজীবী এই রায় এবং আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য প্রার্থনা করেন।প্রার্থনা বিবেচনা করা হয় এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

(শম্পা সরকার, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.